ব্রি ধান১১৫

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান১১৫ একটি ভিটামিন ই এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ কালো চালের বোরো ধানের জাত। এটি বাংলাদেশের প্রথম উচ্চ ফলনশীল কালো চালের জাত যা এন্থার কালচার পদ্ধতি ব্যবহার করে উদ্ভাবন করা হয়। এর কৌলিক সারি BR(Bio)13028-AC24-2-3। প্রথমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ব্রি ধান২৮ এর সাথে কালো চালের জাত Padi Kool এর সংকরায়ণ করা হয় এবং প্রাপ্ত F_1 জেনেরাশনে এন্থার কালচার পদ্ধতি ব্যাবহার করে ডাবল্ড হ্যাপ্লয়েড গাছ তৈরী করা হয়। এরপর এক বছর পেডিগ্রী পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচন করে এই সারিটি উদ্ভাবন করা হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা মাঠে হেমোজাইগাস এই কৌলিক সারিটি নির্বাচনের পর ৩ বৎসর ফলন পরীক্ষা করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত কৌলিক সারিটি বোরো ২০২৩-২৪ মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষ নিরীক্ষা করা হয় এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের মাঠ মূল্যায়ন দল বোরো ২০২৪-২৫ মৌসুমে ব্রি ধান৮৬ (চেক জাত) এর সাথে কৃষকের মাঠে প্রস্তাবিত জাত হিসাবে ফলন পরীক্ষা সম্পন্ন করে। কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষা সন্তোষজনক হওয়ায় বোরো মৌসুমের জন্য জাত হিসাবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। সারিটি বোরো মৌসুমে কৃষকের মাঠে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০২৬ সালে ব্রি ধান ১১৫ হিসাবে ছাড়করণ করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১০০ সেঃমিঃ।
- কান্ড শক্ত এবং ডিগ পাতা খাড়া।
- পাতা গাঢ় সবুজ এবং পাকার সময় গাছের কান্ড ও পাতা সবুজ থাকে।
- ধান লম্বা ও চিকন।
- ধান বাদামী রঙের এবং ধানের দানার রং কালো।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ১৭.৮ গ্রাম।
- চালে অ্যামাইলোজ ২৩%।
- ধানের দানায় ভিটামিন ই এবং সায়ানিডিন-৩-গ্লুকোসাইডের (C3G) পরিমাণ যথাক্রমে ১৪.৯৮ মিলিগ্রাম/কেজি এবং ২৯.১২ মিলিগ্রাম/কেজি। এছাড়াও ধানের দানায় প্রতি ১০০ গ্রামে ৫৩৬.৬১ uM AAE অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বিদ্যমান।

ব্রি ধান১১৫

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান১১৫ একটি ভিটামিন ই এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ জাত। ভিটামিন ই একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরকে ফ্রি র‍্যাডিক্যালের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে, কোষকে সুস্থ রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এটি ত্বক ও চুলের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে, হৃদরোগ ঝুঁকি কমায়, চোখ ভালো রাখে এবং অকাল বার্ধক্য ও বন্ধ্যাত্ব রোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

চাল

ফলন: এ জাতটি গড়ে প্রতি হেক্টর ৭.৪ টন ফলন দেয় এবং উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ৮.৬০ টন/হেক্টর পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

জীবনকাল: এ জাতের জীবন কাল ১৩৭-১৪২ দিন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ জাতটি বোরো মৌসুমে সেচ নির্ভর চাষাবাদ উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ অন্যান্য উফশী বোরো ধানের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন:** বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হলো ১৫ নভেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ ০১ অগ্রহায়ণ থেকে ২৩ অগ্রহায়ণ।

২. **চারা রোপণ:** ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১৫ জানুয়ারী পর্যন্ত অর্থাৎ ১১ পৌষ থেকে ০২ মাঘ

৩ **চারার বয়স:** ৩৫-৪০ দিন।

৪. **রোপণ দুরত্ব:** ২৫ সে.মি × ১৫ সে.মি ব্যবধানে রোপন করতে হবে।

৫. **চারার সংখ্যা:** গোছা প্রতি ২-৩টি করে।

৬. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী বোরো ধানের জাতের মতোই।

৬.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক
৩৫-৪০	১২-১৪	১৫-২০	১২-১৫	১-১.৫

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

৬.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং অর্ধেক এমওপি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১০-১২ দিন পর ১ম কিস্তি, ২৫-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৪০-৪৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক এমওপি তৃতীয় কিস্তি ইউরিয়ার সাথে প্রয়োগ করতে পারে।

৭. রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন: ব্রি ধান১১৫ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে অন্যান্য রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করা উচিত।

৮. আগাছা দমন: রোপনের পর ৪০-৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৯. সেচ ব্যবস্থাপনা: থোড় অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে এডাব্লিউডি পদ্ধতি ব্যবহার করা উত্তম।

১০. ফসল কাটা: ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ৭ এপ্রিল থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত অর্থাৎ ২৩ চৈত্র থেকে ০৭ বৈশাখ।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd